যুগান্তর

25 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগে নয়া বিধিমালা

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগে নয়া নীতিমালা জারি করেছে সরকার। সমন্বিত ওই নীতিমালা অনুযায়ী শহরাঞ্চলে প্রত্যেক স্কুল, স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৪০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা হবে ২০ ভাগ। সরকারি এই নীতিমালা না মানলে আর্থিক সুবিধা বন্ধ করা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি না দেয়ার মতো শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে সর্বোচ্চ দু'বার বিজ্ঞাপন দেয়ার পরও মহিলা প্রার্থী পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্য শাস্তি দেয়া হবে না।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা আগে থেকেই ছিল। তবে সর্বশেষ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের বিশেষত্ব হল, এটি সমন্বিত। ইতিমধ্যে এ নিয়ে একাধিক প্রজ্ঞাপন থাকায় তা বাস্তবায়ন নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। এখন সেই সমস্যা চিহ্নিত করে যে নীতিমালা জারি করা হয়েছে, তাকে এক অর্থে নতুনই বলা যায়।

মহিলা কোটার শিক্ষক নিয়োগের মতো ইস্যু বাস্তবায়ন করে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। সংস্থাটির মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ যুগান্তরকে জানান, আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ শিক্ষক নিয়োগের বিধান ছিল। কিন্তু এর ফলে বিশেষ করে প্রান্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তীব্র শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। কেননা ৩০ ভাগ কোটা পূরণ না করা পর্যন্ত বাকি শূন্য পদ পূরণ করা যাচ্ছিল না। আবার বারবার বিজ্ঞাপন দিয়েও মহিলা শিক্ষক পাচ্ছিল না অনেক প্রতিষ্ঠান। এর ফলে পাঠদান ও লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছিল। সেই সমস্যা নিরসনে শহরের স্কুলে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ আর গ্রামাঞ্চলে ৩০ থেকে নামিয়ে ২০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে নারী

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

শিক্ষক : বিধিমালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোটার ৩০ ভাগ যেমন অক্ষুণ্ণ রইল, আরেকদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দুর্বিষহতা দূর হবে বলে মনে করেন তিনি। অধ্যাপক রশিদ আরও জানান, বাস্তব কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কেননা দেশের বিদ্যমান বাস্তব কারণেই গ্রামাঞ্চলেই চাকরি করার জন্য মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরও সমস্যা নিরসনে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। অবস্থার উত্তরণ ঘটলে প্রয়োজনে সমতা আগের মতোই আনা হতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ জানান, ইতিপূর্বে একাধিক প্রজ্ঞাপন থাকায় বাস্তবায়নে অনেকে নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এর বাইরে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত কোন প্রজ্ঞাপন ছিল না। মহিলা শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং না পাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা স্পষ্ট ছিল না। সবক'টি প্রজ্ঞাপন মিলিয়েই এবারের বিধান জারি করা হয়েছে। মূল কথা হল, মহিলা শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে না। সে জন্যই নয়া পদক্ষেপ।

নয়া বিধিমালা

নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী মহিলা শিক্ষক নিয়োগে দুই দফা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। এতে মহিলা শিক্ষক না পাওয়া গেলে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাবে। তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রথম দু'বার 'পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই' বাক্যটি উল্লেখ করতে হবে। এর পরও কোন মহিলা প্রার্থী না পাওয়া গেলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য উন্মুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে এবং পুরুষ প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া যাবে। আর সব বিজ্ঞপ্তিই ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে এবং স্থানীয় (প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জেলা সদর থেকে প্রকাশিত) বাংলা দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে।

নতুন বিধিমালায় শিক্ষক সংকট নিরসনে আরও দুটি পদক্ষেপ রয়েছে। একটি হচ্ছে— নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬ মাসের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এটি আগে ৩ মাস ছিল। আর দ্বিতীয়টি হল— দুর্গম এলাকা চিহ্নিতকরণ। বলা হয়েছে, ১০ জেলার অন্তর্গত জেলা সদর আর মহানগর বাদে বাকি সব উপজেলা ও আরও ১৭টি উপজেলায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগে কোটা পদ্ধতির শর্ত শিথিল থাকবে। সেখানে কোটা লঙ্ঘন করেও পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে। ১০ জেলা হচ্ছে— সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান। এসব জেলার সদর আর মহানগরে কেবল শর্ত বহাল থাকবে। অর্থাৎ তাদের ৪০ ভাগ শিক্ষক মহিলা থাকতে হবে। ৪০ ভাগ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ করতে হলে মহিলাই দিতে হবে। কিন্তু বাকি উপজেলায় এ শর্ত শিথিল। শর্ত শিথিলের মধ্যে পড়া আরও ১৭টি উপজেলা হচ্ছে— মনপুরা, সন্দ্বীপ, মেঘনা, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, হাতিয়া, কোটালীপাড়া, দৌলতপুর, ধোবাউড়া, শরণখোলা, দাকোপ, কয়রা, শ্যামনগর, রাজীবপুর, রৌমারী, আত্রাই ও চৌহালী।

এর বাইরে 'ছয়টি বিষয়ে'র নিয়োগের ক্ষেত্রে 'মহিলা কোটা'র শর্ত পূরণ করার দরকার নেই। ওই বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— গণিত, ইংরেজি, শরীরচর্চা, আরবি, কোরআন ও হাদিস। এ ব্যবস্থা বহাল থাকবে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিধিমালার শর্ত শিথিলের জায়গা ছাড়া নির্দেশনা না মেনে মহিলা শিক্ষকের উল্লিখিত কোটা পূরণ না করে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে ওই শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হবে না। এমনকি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য শিক্ষকরাও সরকারি বেতন-ভাতা বা এমপিও পাবেন না। আর প্রতিষ্ঠান নতুন হলে পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি পাবে না। মহিলা কোটা পূরণ না করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি বা এমপিও চাইলে তাদের আবেদনের সঙ্গে তিন দফা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পত্রিকার মূল কপি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।